যুগান্তর

তারিখ ... NOV 04 2006 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

ইউনেস্কো শিক্ষা ও মানবাধিকার

শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশ, শান্তির সপক্ষে অবস্থান নির্মাণ, মানবাধিকার ও জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত জাতিসংঘের যে বিশেষায়িত সংস্থাটি স্বীয় কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্বব্যাপী সদা প্রশংসিত, আজ তার প্রতিষ্ঠা দিন। ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কোই দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ করে ২০০০ সাল থেকে বলে আসছে, প্রতিটি দেশে শিক্ষকদের অধিকতর মর্যাদা ও সমর্থন প্রাপ্য। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামের স্মারক মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী এবং বিশ্বের ৬ হাজার ভাষাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষাকারী ইউনেস্কো অব্যাহতভাবে তার কর্মকাণ্ডের দিগন্তকে সম্প্রসারিত করে চলেছে। ১৯৮৮ সালে ইউনেস্কোর ৫ম সাধারণ অধিবেশনে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয় : 'ষাটের দশক থেকে বিশ্বে সূচিত হয়েছে বিশাল পরিবর্তন। তার মধ্যেও এ সত্যই আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিক্ষকের মর্যাদা নির্ভর করে শিক্ষার অবস্থানের ওপর, শিক্ষার অবস্থান নির্ভর করে শিক্ষকের মর্যাদার ওপর।'

ইউনেস্কো ও বাংলাদেশ

ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্রের ৭নং ধারা অনুসারে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। শিক্ষামন্ত্রী পদাধিকারবলে ৬৯ সদস্যবিশিষ্ট ইউনেস্কো বাংলাদেশ জাতীয় কমিশনের সভাপতি। ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কো মহাপরিচালক কইচিরো মাতসুরা বাংলাদেশ সফর করেন। তার সফরকালে ১৭ নভেম্বর জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টভুক্ত ১১টি শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে তার বরাবর এক পত্রে বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা জনপ্রিয়করণ, লাইব্রেরি উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশের মহাস্থান গড়কে ইউনেস্কোর ঐতিহ্য সংরক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয় বিবেচনা করার ঘোষণাকে স্বাগত জানানো হয়। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সহায়তার জন্য ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানিয়ে অতি দ্রুত সাক্ষরতা অর্জনের মধ্যেই বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রগতিনির্ভর করছে বলে কইচিরো মাতসুরার বক্তব্যকে অভিনন্দিত করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত ও ইউনেস্কোর নেতৃত্বে পরিচালিত '২০০৩-২০১২ সাক্ষরতা দশক' কর্মসূচির প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষকদের দৃঢ় সমর্থন ও সংহতি ব্যক্ত করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা সংক্রান্ত ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তকে যুগান্তকারী আখ্যা দিয়ে বলা হয়, এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি জাতিসংঘের এ বিশেষায়িত সংস্থার বিশেষ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউনেস্কো প্রণীত 'শিক্ষকদের মর্যাদার সনদ' লঙ্ঘন বন্ধ করে তা সুরক্ষার জন্য উদ্যোগ নিতে ইউনেস্কোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন

শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে এবং বিকাশে ইউনেস্কোর পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাও বলছে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ শুধু উৎপাদনশীলই নয়, শিক্ষকতা পেশাকে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে জাতীয় প্রবৃদ্ধিও ব্যাপকভাবে বাড়ানো সম্ভব। বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রসঙ্গেও ইউএনডিপি ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, 'শিক্ষার মান উন্নয়ন করে এবং ব্যয়সাশ্রয়ী কর্মপন্থা অনুসরণ করে ৩টি পদক্ষেপ নেয়া হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথার্থই বাঞ্ছিত ফল পেতে পারে। প্রথমত, ১. শিক্ষকদের বিশেষ করে মহিলাদের পেশাগত যোগ্যতা উন্নয়নে বেশি করে বিনিয়োগ। ২. শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষার্থীকে যথোচিত পাঠ ও জ্ঞান দিয়ে তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল আদায় করে নেয়ার ওপর আরও বেশি গুরুত্বারোপ। ৩. মানব, প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদগুলোর উন্নততর ও সুদক্ষ ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।' (দক্ষিণ এশিয়ায় মানবসম্পদ উন্নয়ন : ইউএনডিপি রিপোর্ট-১৯৯৭)। কিন্তু এসব রিপোর্টে আমাদের দেশের সরকারের যে টনক নড়েনি, তারই প্রমাণ মিলেছে ইউনেস্কোর ২০০৩ সালে প্রকাশিত ইউনেস্কো ইন্সটিটিউট অব স্ট্যাটিসটিকস প্রকাশিত পরিসংখ্যান। দেখা যায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিনিয়োগের হার সর্বনিম্ন, ২:৫% মাত্র। ভুটানে এ হার ৫:২%, ভারতে ৪:১%, নেপালে ৩:৭%। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বাংলাদেশে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে থাইল্যান্ডের সরকার যেখানে শিক্ষায় মোট ব্যয়ের ৩১% ব্যয় বরাদ্দ, বাংলাদেশে সেখানে তা ১৫.৭% মাত্র। আবার ১৯৯৪-৯৫ সালে শিক্ষায় বার্ষিক বরাদ্দ ছিল যেখানে বাজেটে মোট বরাদ্দের ১৩.৬২% সেখানে ২০০৩-০৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১১.২৫%-এ। এর পরিণাম কি হয়েছে? ইউএনডিপির ২০০৪ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে দক্ষিণ এশিয়ার ৭ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫ম। মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান নিম্ন আয়ের বিচারেও ভালো নয়, ৩৫১ ডলার ছাড়িয়ে তা এখন ৪০০ মার্কিন ডলারের কোঠায়। নিম্ন আয়ের দেশে এ গড় ৪৫১ ডলার, দক্ষিণ এশিয়ায় এ গড় ৫১৬ ডলার, বিশ্বের গড় মাথাপিছু ৫ হাজার ১৭৪ মার্কিন ডলার। বলা বাহুল্য, এর মূল কারণ মানব উন্নয়নে শিক্ষাকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে এর অপচয় ও অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবস্থা

২৯ ডিসেম্বর, ২০০৫ বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের ২টি বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো ও আইএলও যৌথভাবে হোটেল পূর্বাণীতে 'বাংলাদেশের প্রাথমিক পরবর্তী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের কর্ম অবস্থা' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ড. মাহমুদুল আলম পঠিত প্রবন্ধে বলা হয়, 'নিয়োগ ক্ষেত্রে উৎকোচ ও পক্ষপাতমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। অনুগ্রহভাজনদের কাজের বোঝাও হয় কম। পিয়ন, আয়া, নিরাপত্তা প্রহরী, উচ্চমান ও নিম্নমান সহকারীদের কাজের বোঝাও অনেক বেশি। ... বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হস্তক্ষেপ এবং বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রাপ্তি (এমপিও) ও প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা, কম্পিউটার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।' জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা সেমিনারে অংশ নিলেও আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ও মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ওই সেমিনারে উপস্থিত হননি। শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের অভিমত, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সৎ সাহস না থাকাতেই তারা সেদিন আসেননি। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা ও সঙ্কট নিরসনে বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সময়োচিত যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেয়ার কোন বিকল্প নেই। ইউনেস্কোর ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শিক্ষা প্রশাসক ও শিক্ষানীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমীচীন মনে করি।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ : *সমন্বয়কারী, জাতীয়*